31

2 4 AUG 1998
তারিখ ...
পৃঃ 7 কলাম ৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ॥ দু'যুগে সহস্রাধিক ছাত্র সংঘর্ষ নিহত ১০

চঃবিঃ সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুই যুগ ধরে ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে সহস্রাধিকবার এবং নিহত হয়েছে ১০ ছাত্র। এর মধ্যে শুধু গত ৪ মাসের ব্যবধানে হয়েছে ৩টি হত্যাকাণ্ড। এ ছাড়া ৬ জন শিবিরের হামলায়, ২ জন ছাত্রলীগের এবং ২ জন ছাত্র সমাজের হামলার শিকার হয়। প্রতিটি হত্যাকাণ্ড ও বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তের

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম

(প্রথম পাতার পর)

জন্য তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হত্যাকাণ্ড কিংবা সংঘর্ষের ঘটনার বিচার হয়নি। এমন কি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ কিংবা হত্যাকাণ্ড বেড়েই চলেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৬ সালে প্রথম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় সাবেক জাসদ ছাত্রলীগ নেতা আবুল মনসুর। প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগের হামলায় সে নিহত হয়। পরে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯৮৮ সালে। বছরের প্রথমদিকে জাতীয় ছাত্র সমাজের সন্ত্রাসীর হাতে নিহত হয় শিবির কর্মী সাইফুল ইসলাম। পরে ২৮ এপ্রিল ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র শিবিরের ত্রিমুখী সংঘর্ষের পর বটতলী রেল স্টেশনে নিহত হয় শিবির কর্মী আমিনুল ইসলাম। ১৯৮৯ সালে চাকসু নির্বাচনে ছাত্র ঐক্যের কাছে শিবিরের শোচনীয় পরাজয়ের পর ছাত্র ঐক্য ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে প্রাণ হারায় ছাত্র ঐক্য নেতা ফারুকুজ্জামান ফারুক। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'জন শিক্ষকও লাঞ্ছিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে শিবিরের কুখ্যাত সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রাণ হারায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল হুদা মুছা। শিবির-ছাত্র ঐক্য

সংঘর্ষের পর অবরোধ

চলাকালে ভোরে বাসা থেকে ১নং গেট আসার পথে মুছা শিবির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী

(প্রথম পাতার পর)

একটি হোটেলের ক্যাশ লুট হয়েছে। তবে প্রতি ঘটনার
সাথে পুলিশী এ্যাকশনও চলছে সমান তালে।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রামে প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার
সাথে জড়িত রয়েছে ছাত্র নামধারী অস্ত্রধারী দাগী সন্ত্রাসী
দল। আবার তন্মধ্যে অধিকাংশ সরকারী দল সমর্থিত ছাত্র
নামধারী। সিএমপি প্রশাসন গত প্রায় ৬ মাস ধরে
গডফাদার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আস্তানায় প্রতিনিয়ত হানা
দিয়ে তছনছ করে দিয়েছে আড্ডাস্থল। প্রতিটি ছাত্র
সংগঠনের ব্যানারে থাকা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের প্রায় ৪৫ জনকে
ইতোমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করায় রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি
হয়েছে। এদের অনেকেই ইতোপূর্বে ছিল পুলিশের
ধরাছোঁয়ার বাইরে। গডফাদারদের প্রভাব, দলীয়
রাজনৈতিক নেতাদের চাপের মুখে '৯৭ সাল পর্যন্ত এ
বাণিজ্য নগরীটি সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এ ব্যাপারে কঠোর
মনোভাব পোষণ করায় পুলিশী কর্মকাণ্ড ব্যাপকতর হয়।
দিন-রাত অব্যাহত তৎপরতা চালিয়ে ইতোমধ্যেই বাঘা
সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ে যায়। তবে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কারাবন্দী
হলেও নিচু স্তরের সন্ত্রাসীরা এখন তৎপর হয়ে ওঠার বিষয়টি
লক্ষণীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে শীর্ষ স্থানীয়
প্রতিটি সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে অস্ত্রবিহীন। ফলে এদের অস্ত্র
ভাণ্ডার এখনও রয়ে গেছে বাইরে। যা এখন চলে যাচ্ছে
জুনিয়রদের হাতে। ফলে এরাই এখন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে
পুলিশের প্রতি।
এদিকে সিএমপি প্রশাসন তাদের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি
করেছে। ধাবমান পুলিশসহ সন্ত্রাসবিরোধী একাধিক স্ট্রাইকিং
ফোর্স গঠন করে নগরজীবন স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা
চালাচ্ছে। পুলিশের এক কর্মকর্তার মতে, পুলিশী কর্মকাণ্ডকে
ব্যাহত করতে সন্ত্রাসীদের কতিপয় গডফাদার বিভিন্নভাবে
এদের শেল্টার দিচ্ছে। সরকার দলীয় কিছু নামীদামী নেতাও
মাঝে মাঝে নাখোশ হন, যখন সমর্থক নামধারী ছাত্র নামের
দাগী সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ে। মিমি সুপার মার্কেট স্বর্ণ দোকান
লুটের পর গ্রেফতারকৃত এক আসামীকে ছাড়িয়ে নিতে এক
নেতার আহাজারি পুলিশসহ অনেককে বিস্মিত করেছে। তবে
পুলিশ এ কথাও স্বীকার করেছে, পরিস্থিতি এখনও তাদের
অনুকূলে। পুলিশ অদ্যাবধি তেমন গুরুতর চাপের সম্মুখীন
নয়।